লকডাউন সত্ত্বেও পুজোয় যোগী

লখনউ, ২৫ মার্চ : গোটা দেশে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাধারণ মানুষকে বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে রাস্তায় রাস্তায় চলছে পুলিশি টহল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বার্তার ১২ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই অযোধ্যায় রামলালার মূর্তি স্থানান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার সকালে জনা কুড়ি সাধুকে সঙ্গে নিয়ে বুলেটপ্রুফ ফাইবারের সিংহাসনে বসিয়ে রামলালার মূর্তি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন আদিত্যনাথ। এই অনুষ্ঠানের জন্য মঙ্গলবার রাতে অযোধ্যায় পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। এদিন সকালে রামলালার আরতি ও পুজো সেরে মূর্তিটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপর থেকে মন্দির নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। রামলালাকে আপাতত অন্যত্র রেখে ওই জায়গায় মন্দির তৈরির কাজ শুরু হবে। আদিত্যনাথ বলেন, 'রামলালার মূর্তি স্থানান্তরের মাধ্যমে অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের সূচনা হল।' এদিন রামমন্দির নির্মাণের জন্য ১১ লক্ষ টাকা দান করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক দূরত্ব রক্ষার কথা বললেও একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এতজন মানুষের সঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন অবশ্য দাবি করেছে, যাবতীয় সতর্কতা বজায় রেখে অনুষ্ঠান হয়েছে। স্থানান্তর অনুষ্ঠানে যাতে বেশি লোকসমাগম না হয় সেদিকে নজর রাখা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২ এপ্রিল রামনবমীর জমায়েতে অবশ্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

রামলালা সরল

লখনউ, ২৫ মার্চ : সাতাশ বছর পর সরানো হল রামলালার মূর্তি। বুধবার এই উপলক্ষ্যে অযোধ্যায় বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন ভোর থেকে শুরু হয় রামনবমীর ন'দিনব্যাপী পূজার্চনা। উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, হরিদ্বার, বারাণসী, দিল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং অযোধ্যার বিশিষ্ট পুরোহিতরা। গর্ভগৃহ থেকে পালকিতে রামের মূর্তি আনা হয় মন্দিরে। বৈদিক আচার মেনে চলে পুজোপাঠ।

বাড়িতে আসবেন না

প্রথম পাতার পর

আজ আমাদের বাড়িতে কেউ আসেননি। আশা করি এলাকার বাকিরাও এ ব্যাপারে সচেতন হবেন।'

এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছে প্রশাসন। স্থানীয় পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সৌরভ পাল বলেন, 'নানাভাবে সচেতন করার পরেও অনেকে ব্যাপারটা বুঝতে চাইছেন না। তাই এই মুহূর্তে যাঁরা বাড়ির গেট বন্ধ করেছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাই। তাঁদের দেখে বাকিরাও যদি কিছুটা সচেতন হন।' শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবুল কার্জি বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। সবাইকে এভাবেই থাকতে হবে। তবেই করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সফল হবে।' আলিপুরদুয়ার-১ এর বিডিও শ্রেয়সী ঘোষ বলেন, 'এটা খুব ভালো হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এরকমই প্রয়োজন।'

কেনাকাটা ও আড্ডা

প্রথম পাতার পর

দিনহাটা-২ ব্লকের বড়শাকদল, কিশামত দশগ্রাম, সাহেবগঞ্জ, বামনহাট, নাজিরহাট সহ বিভিন্ন এলাকায় গ্রামীণ বাজারগুলিতে সকালের দিকে যথেষ্ট ভিড় ছিল। তুফানগঞ্জ মহকুমায় বুধবার মহকুমা শাসক অরবিন্দ ঘোষ, বিডিও শুভজিৎ দাশগুপ্ত, এসডিপিও জ্যাম ইয়ং জিম্বা প্রমুখ অভিযান চালান। বিভিন্ন জায়গায় থাকা লোকজনের জটলা তাঁরা সরিয়ে দেন। মহকুমা শহরের সবজি, দুধ, মাছ বাজার ও অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন দোকানে সকালের দিকে ভিড় থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ফাঁকা হয়ে যায়। মেখলিগঞ্জ মহকুমায় সকালে বাজার খোলা থাকায় যথেষ্ট ভিড় ছিল। এদিন মেখলিগঞ্জ গ্যাস অফিসের বাইরে গ্যাসের সিলিন্ডার সংগ্রহের জন্য ভিড় জমে যায়।

আবহাওয়া

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৫.০	২৩.০
শিলিগুড়ি	৩৪.০	২১.০
জলপাইগুড়ি	৩৫.০	২০.০
কোচবিহার	৩৫.০	২১.০
আলিপুরদুয়ার	৩৫.০	২১.০
মালদা	৩৫.০	২০.০
রায়গঞ্জ	৩৫.০	১৮.০
গ্যাংটক	২৬.০	১৩.০

বিন্দু বিসর্গ

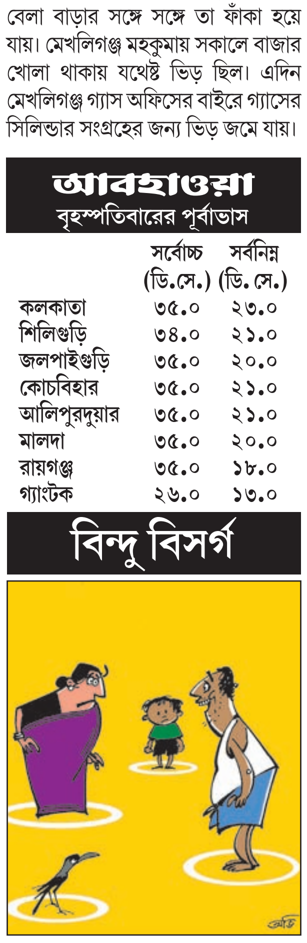

অ্যাই কুমিরডাঙা খেলবে?

করোনা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকে আস্থা চিকিৎসকদের

নিউজ ব্যুরো

২৫ মার্চ : দুনিয়াজুড়ে করোনার আতঙ্কের মধ্যে এই ভাইরাসের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। এখনও পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহৃত ক্লোরোকুইনকে অস্ত্র হিসাবে তাঁরা মনে করছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর সবাই একসুরে বলেছেন, হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। গবেষণাগারে এবং জীবদেহে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে ক্লোরোকুইন করোনা প্রতিরোধী হিসাবে কাজ করছে। আইসিএমআর অবশ্য সাধারণ মানুষের জন্য আরও কিছু রক্ষাকবচের কথা বলেছে।

ভারতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স ফর কোভিড-১৯ বলছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ রোধে ব্যবহার করা যাবে। বিশেষ করে কোনও স্বাস্থ্যকর্মীর যদি জ্বর-সর্দি-কাশির মতো উপসর্গ দেখা দেয় বা কোভিড-১৯ এর টেস্ট পজিটিভ আসে তাহলে তিনি বা কারও যদি ল্যাবরেটরি টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ আসে তবে তিনিও হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন খেতে পারেন। তবে ১৫ বছরের কমবয়সিদের যদি কোভিড-১৯ এর উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনে হাইপারসেনসিটিভিটি আছে বা রেটিনোপ্যাথি সমস্যা আছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রেও এই ওষুধ ব্যবহার করায় সমস্যা আছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ ওষুধের ডোজ কী হবে তার জন্য কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলেছে। ওষুধ খেয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া হলেও সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো জরুরি। সেইসঙ্গে যদি ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় পজিটিভ আসে তাহলে সেই ব্যক্তি অবশ্যই জাতীয় নির্দেশিকা মেনে কোয়ারান্টিনে যাবেন। যদি উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করা হয় তাহলেও হোম কোয়ারান্টিনে যাওয়া জরুরি।

আইসিএমআর সমীক্ষা করে দেখেছে, হোম কোয়ারান্টিন সহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার মতো নির্দেশ মেনে চললে আগামীতে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা প্রায় ৬২ শতাংশ কমে যাবে। আক্রান্তের প্রকোপও ৮৯ শতাংশ কমানো সম্ভব হবে। এই সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, দেশে ঢোকার পয়েন্টগুলিতে পর্যটকদের ঠিকমতো পরীক্ষা করা হলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ তিনদিন থেকে তিন সপ্তাহ রুখে দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কাও কমবে। সেইসঙ্গে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ করলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানো খুব সহজে সম্ভব হবে না।

গত ফেব্রুয়ারিতে আইসিএমআর প্রাথমিক ডেটার তথ্য বিশ্লেষণ করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করে। আইসিএমআর-এর এপিডেমোলজির প্রধান ডাঃ আর আর গঙ্গাখেড়কর বলেছেন, 'ফেব্রুয়ারিতে যখন সমীক্ষা করা হয়েছিল তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল আগামীদিনে কতজন আক্রান্ত হতে পারে, সেই হিসাব না করে, কীভাবে এই সংক্রমণ আটকানো যাবে, সেই পথ খুঁজে বের করা। আমাদের সমীক্ষায় যে থার্মাল স্ক্রিনিং আর লকডাউনের কথা বলা হয়েছিল সেটাই এখন

ভারতে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স ফর কোভিড-১৯ বলছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে সার্স-কোভ-২ সংক্রমণ রোধে ব্যবহার করা যাবে।

তবে ১৫ বছরের কমবয়সিদের যদি কোভিড-১৯ এর উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ ওষুধের ডোজ কী হবে তার জন্য ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে কোনও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে বলেছে।

অসম-বাংলা সীমানার ছাগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায় অসমগামী বাসিন্দারা অপেক্ষা করছেন। ছবি : তপন আইচ

ভিনরাজ্য ফেরত বাসিন্দাদের ঢুকতে বাধা অসম পুলিশের

গোলকগঞ্জের বিধায়কের হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটল

তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট, ২৫ মার্চ : ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়া মানুষজনকে ঢুকতে বাধা দিল অসম পুলিশ। ফলে দীর্ঘসময় ধরে তাঁরা অসম-বাংলা সীমানার ছাগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায় আটকে পড়েন। অন্তত ৭৫ জন অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগামী যাত্রী আটকে পড়ায় সমস্যায় পড়তে হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা প্রশাসনকে। শেষে অসমের গোলকগঞ্জের বিধায়কের হস্তক্ষেপে বিকালে তাঁরা ঢুকতে পারেন।

এর আগে আটকে পড়া যাত্রীদের বক্সিরহাট থানার উদ্যোগে শুকনো খাবার ও পানীয় জল দেওয়া হয়। তুফানগঞ্জের মহকুমা প্রশাসন শেষে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে যাত্রীদের অসমে ফেরত পাঠাতে অসম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই ব্যাপারে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়। ছাগলিয়া চেকপোস্টে আটকে পড়া বরপেটা রোডের বাসিন্দা জ্যোৎস্না আগরওয়াল বলেন, 'ছয়দিন ধরে বাড়ি ফেরার জন্য ঘুরছি। রাস্তায় কোথাও জল, খাবার মিলছে না। পুলিশ ও জনতা আমাদের দেখে দুর্ব্যবহার করছে। অনেক কষ্টে অসম-বাংলা সীমানায় আসতে পেরেছি। অথচ অসম পুলিশ আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমস্যায় পড়েছি।'

অসমের বরপেটা রোডের অপর বাসিন্দা আব্দুল আহমেদ কেরলের একটি বেকারিতে কাজ করেন। তিনি জানান, গত ২১ মার্চ ট্রেনে হাওড়ায় নেমেছি বাড়ি ফিরব বলে। এরপর আমাদের জোর করে একটি বাসে তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়ির উদ্দেশে। শিলিগুড়িতে নামার পর আমাদের একটি বাসে করে কোচবিহারে নিয়ে আসা হয়। কোচবিহার থেকে ফের একটি বাসে তুলে দিয়ে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু অসম পুলিশ আমাদের ঢুকতে বাধা দেয় ছাগলিয়া চেকপোস্ট এলাকায়। ফলে আমরা সমস্যায় পড়েছি। নিজের রাজ্যের সীমানায় এসেও রাজ্যে ঢুকতে না পেরে খুব খারাপ লাগছে।

একই অবস্থা মেঘালয়ের বাসিন্দা ব্রিজিত শর্মার। তিনি তামিলনাড়ুর একটি রেস্তোরাঁয় কাজ করেন। তিনি বুধবার সকালে একটি বাসে অসম-বাংলা সীমানায় এসে পৌঁছেছেন। তিনি জানান, কবে যে বাড়ি ফিরতে পারব বুঝে উঠতে পারছি না। একই অবস্থায় রয়েছেন কেরল ফেরত আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, বেঙ্গালুরু ফেরত আরফান আলি প্রমুখের। এদিন সকালে একটি বাস অসমে ঢোকার চেষ্টা করলে অসম পুলিশ বাধা দেয়। এরপর দুপুরে আরেকটি বাস অসমে ঢুকতে গেলে বাধা দেয় অসম পুলিশ। যে সকল যাত্রীরা আটকে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক কচিকাঁচাও রয়েছে। ছাগলিয়া পুলিশ আউটপোস্টের আইসি বিধান সিং বসুমাতা বলেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাউকে অসমে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।'

অবশেষে গোলকগঞ্জের বিধায়ক অশ্বিনী সরকারের হস্তক্ষেপে শেষে বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ আটকে পড়া যাত্রীরা অসমে ঢুকতে পারেন। বিধায়ক বলেন, 'অসম সরকারের সঙ্গে কথা বলেই আটকে পড়া যাত্রীদের অসমে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। আটকে পড়া যাত্রীদের ছাগলিয়ার একটি অস্থায়ী শিবিরে চোদ্দোদিনের জন্য রাখা হবে। তাঁদের স্বাস্থ্য

পুলিশ বলছে

ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত কাউকে অসমে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

– বিধান সিং বসুমাতা
আইসি, ছাগলিয়া পুলিশ আউটপোস্ট

বিধায়কের কথা

অসম সরকারের সঙ্গে কথা বলেই আটকে পড়া যাত্রীদের অসমে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। আটকে পড়া যাত্রীদের ছাগলিয়ার একটি অস্থায়ী শিবিরে চোদ্দোদিনের জন্য রাখা হবে। তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হবে।

– অশ্বিনী সরকার
বিধায়ক, গোলকগঞ্জ

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পাটবীজ ভর্তি ট্রাক আটকে

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ মার্চ : পাটের বীজ ভর্তি লরি বাংলাদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তেজনা ছড়ায় চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে। কারণ করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কায় গত রবিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সীমান্ত দিয়ে সব ধরনের ব্যবসা বন্ধ রেখেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে এদিন পাটের বীজ ভর্তি ৩০টি লরি বাংলাদেশে পাঠানোকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধে। শেষপর্যন্ত লরিগুলি বাংলাদেশে পাঠানো যায়নি।

যদিও চ্যাংরাবান্ধা শুল্ক দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কপিল বাইন বলেন, 'সীমান্ত দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ রাখার বিষয়ে সরকারি তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দেশিকা অসেনি। আমরা অফিস খোলা রেখে নিজেদের মতো কাজ করছি। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ব্যবসা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। তাই শুল্ক দপ্তরের কিছু করার নেই।' সীমান্তে আটকে পড়া পাটবীজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে উত্তম সরকার জানিয়েছেন, হঠাৎ করে বাণিজ্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগে থেকে তাঁদের জানানো হয়নি। এর ফলে তাঁদের পাটবীজ ভর্তি লরি আটকে পড়েছে। যেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সেদেশে পৌঁছোতে না পারলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি দাবি করেন, বাণিজ্য বন্ধের বিষয়টি জানার পরেই দু'ঘণ্টার সময় চেয়ে শুল্ক দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট সকলকেই জানিয়ে সার্ক রোডে লরিগুলি নিয়ে আসেন। কিন্তু এদিন লরিগুলি সার্ক রোডে আসতেই স্থানীয়রা বাধা দেন। স্থানীয়দের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য করতে দেওয়া হবে না। বাণিজ্য চলতে থাকলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ বলেন, 'আমরা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বাণিজ্য বন্ধ রেখেছি। এরপরেও কীভাবে সীমান্তে পণ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বুঝতে পারছি না।' এর জন্য শুল্ক দপ্তর ও সংগঠনের নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভরতপ্রসাদ গুপ্তা বলেন, 'এই অবস্থায় কীভাবে বাণিজ্যের অনুমতি মেলে? কারাই বা অনুমতি দিলেন সেটাও জানতে চাই।'

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পাটবীজ বোঝাই ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবি : গৌতম সরকার

কুমারগ্রামের হাটে ভিড়, প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

কুমারগ্রাম, ২৫ মার্চ : করোনা সংক্রমণের মাঝেই বুধবার কুমারগ্রামের সাপ্তাহিক হাটে ভিড় জমান এলাকার মানুষ। বাসিন্দাদের মধ্যে অসচেতনতার ছবি দেখা গিয়েছে এদিন। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে চাল, ডাল, তেল, নুন সহ শাকসবজি, মাছ-মাংসের দোকান খোলা থাকায় বুধবার অনেকেই সেসব কিনতে হাটে ভিড় জমান। কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র কেনার কথা সরকারের তরফে প্রচার করা হলেও অনেকে সেসব কানেই তোলেননি। উলটে আনাজপাতি কেনার জন্য ভিড় করে থাকার ছবি দেখা গিয়েছে এদিন। অনেকে মাস্ক পর্যন্ত পরেননি। এজন্য গ্রামের হাটবাজারগুলিতে প্রশাসনের নজরদারির দাবি তোলেন স্থানীয়দের অনেকে।

এ ব্যাপারে কুমারগ্রামের বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এলাকার মানুষকে সচেতন হতে হবে। সচেতনতা বাড়াতে আমরা ইতিমধ্যেই প্রচার শুরু করেছি। খাদ্যসামগ্রী কেনার জন্য বাসিন্দারা যাতে জমায়েত না করেন, তা বলা হচ্ছে। সবাই যাতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারেন সেজন্য মুদি দোকানগুলির সামনে গণ্ডি কেটে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' বিডিও আরও বলেন, 'করোনা সংক্রমণ রুখতে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। অপ্রয়োজনে বাইরে বেরিয়ে আড্ডা, গল্পগুজব করা চলবে না। লকডাউন অমান্য করে যাঁরা বিনা প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ ও প্রশাসন।'

খাদ্যসামগ্রী কেনার জন্য বাসিন্দারা যাতে জমায়েত না করেন, তা বলা হচ্ছে। সবাই যাতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে জিনিসপত্র কিনতে পারেন সেজন্য মুদি দোকানগুলির সামনে গণ্ডি কেটে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ পেলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

– মিহির কর্মকার বিডিও কুমারগ্রাম

বুধবার কুমারগ্রামের সাপ্তাহিক হাটে ভিড়। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

লকডাউনের মধ্যে আলু লোডিং হচ্ছে

বারবিশা, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে গোটা দেশজুড়ে যখন লকডাউন চলছে সেই সময় হিমঘরে আলু লোডিং নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটা এলাকায়। একটি বেসরকারি সংস্থার হিমঘরে আলু লোডিং হচ্ছে। তবে দেশে করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যকর্মীরা বিষয়ের ওপর পরামর্শ দিচ্ছেন কিন্তু নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না অনেকেই। লকডাউনেও হিমঘরে আলু লোডিং হয়েছে। যদিও কাঁচামাল বলে ছাড় রয়েছে, কিন্তু ভাইরাসের কথা ভাবলে বর্তমানে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি মনে করেছে ওয়াকিবহাল মহল। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ সফিউল আলম বলেন, 'বুধবার ওই হিমঘরে আমাদের মেডিকেল টিম গিয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সচেতন করা হয়েছে। দু'বার করে হ্যান্ডওয়াশ ও হিমঘর এলাকায় ব্লিচিং দেওয়া, 'সোশ্যাল ডিসট্যান্স' বজায় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যে সমস্ত গাড়িচালকরা জমি থেকে আলু নিয়ে আসছেন তাঁরা সোজাসুজি নিয়ম ভেঙে হাত-পা না ধুয়ে ভিতরে যাচ্ছেন, এক সঙ্গে বহু মানুষ কাজ করছেন। এছাড়াও দীর্ঘ সময় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকছে, এক সঙ্গে বহু মানুষের জমায়েত হচ্ছে-এই বিষয়গুলির ওপর সচেতন হওয়া জরুরি তাঁদের। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কার্তিক দাস বলেন, 'করোনা ভাইরাস নিয়ে সচেতন হওয়া জরুরি সবার। আমরা চাই শ্রমিক-চালক যাঁরা এই কাজে যুক্ত তাঁরা দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করুন। এছাড়াও হিমঘর কর্তৃপক্ষগুলিকে আরও সচেতন হওয়ার জন্য আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির তরফে জানানো হবে।'

মোদির পাশে চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় রাজনৈতিক লড়াই দূরে সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। কোভিড-১৯ ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কমান্ডার বলে আখ্যা দেন তিনি।

এক বিবৃতিতে চিদম্বরম বলেন, 'মঙ্গলবার দেশজুড়ে যে ২১ দিনের লকডাউন কর্মসূচির কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, সেটি কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ২৪ মার্চের আগে পর্যন্ত যে সমস্ত বিতর্ক ছিল, সেগুলিকে পিছনে ফেলে আমাদের উচিত, দেশজুড়ে শুরু হওয়া লকডাউনকে নতুন এক যুদ্ধের সূচনা হিসেবে দেখা। যেখানে মানুষ পদাতিক সৈন্য এবং প্রধানমন্ত্রী কমান্ডার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা আমাদের কর্তব্য।' তবে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করার পাশাপাশি ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করারও আর্জি জানিয়েছেন চিদম্বরম। তার মতে, গরিব, প্রান্তিক চাষি, দিনমজুরদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো, আগামী ১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার ওপর থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটি কমানোর আবেদনও জানিয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। তবে কংগ্রেসের তরফে চিদম্বরমের এই বক্তব্যকে তাঁর নিজস্ব মতামত বলে জানানো হয়েছে।

জি২০-র নজরে মোদি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা মহামারির হাত থেকে রক্ষা পেতে ভারতকে পথপ্রদর্শক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। এবার জি-২০ গোষ্ঠী ভুক্ত পশ্চিমী দেশগুলিও এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দিকেই নজর দিয়েছে। ভারত এখনও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয়নি। তবে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, জার্মানি, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে ভারতে ইতিমধ্যে কঠোরভাবে লকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকার উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সেখানে যেভাবে করোনা থাবা বসিয়েছে, তাতে গোটা বিশ্ব চিন্তিত। ইউরোপের থেকে শিক্ষা নিয়ে ভারত তাই আগেভাগে করোনাকে নিয়ন্ত্রণ করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার জি-২০ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কী বার্তা দেন, সেদিকে নজর রেখেছে বাকি সদস্য-রাষ্ট্রগুলি। এর আগে মোদি যেভাবে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পাকিস্তান বাদে বাকি সার্ক সদস্যদেশগুলিকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে লড়াইয়ের পথে নামার বার্তা দিয়েছিলেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছিল প্রথম বিশ্বের দেশগুলি।

দুপুর থেকে ফাঁকা

প্রথম পাতার পর

বেশিরভাগ বাগানে শ্রমিকরা বাগানমুখো হননি। তবে দিনহাজিরার বাগান শ্রমিকরা আগামীদিনে কীভাবে খাবার জোটাবেন সেই চিন্তায় রয়েছেন। এদিকে ভুটান গেট সিল ও ভারতে লকডাউন চলতে থাকায় ভিনরাজ্য থেকে আসা প্রায় তিন হাজার ট্রাকচালক সমস্যায় পড়েছেন। গাড়িতে পণ্য থাকায় ও সেগুলি ভুটানে পৌঁছে দিতে না পারায় তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারেননি। এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি বলে একাধিক চালক অভিযোগ করেন। কালচিনির নিমতিঝোরা চা বাগানে পুলিশ কিছু সময়ের জন্য সাপ্তাহিক বাজার খোলার অনুমতি দেয়। জয়গাঁ থেকে এদিনও কিছু ভুটানের নাগরিক দেশে ফিরে যান। তার আগে অবশ্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁদের থার্মাল স্ক্রিনিং করেন।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ ও ২, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি, পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে লকডাউনের ভালো প্রভাব পড়েছে। গ্রামাঞ্চলের হাটবাজার বন্ধ রয়েছে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে মানুষ বাইরে যাচ্ছেন। এদিন পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে সবজি কেনাবেচা হয়। কিন্তু ভিড়ের খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে লোকজনকে সরিয়ে দেয়। আতঙ্কে অবশ্য অনেকে হাট থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যান। বুধবার সকালেও মাদারিহাট বাজারে উপচে পড়ে ভিড়। তবে দুপুর থেকেই বাজার ফাঁকা হতে শুরু করে। এলাকার গলিপথ, টোটোপাড়া রোড, ফালাকাটা রোড সহ অন্য রাস্তায় যুবকদের একাংশকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। অনেকে আবার মাস্ক পর্যন্ত পরেননি। তবে ভিনরাজ্য থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। শিশুবাড়ি, রাঙ্গালিবাজনায় লকডাউন অনেকটা সফল। তবে শিশুবাড়ির শিরীষতলা মোড়ে আড্ডা বসেছিল। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ শিশুবাড়িতে হুঁশিয়ারি দেওয়ায় এদিন বেশিরভাগ মানুষই বাড়ি থেকে বের হননি।

কুমারগ্রাম ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের জমায়েত দেখলে ব্যবস্থা নিয়েছে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। বুধবার ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি ও বারবিশার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের তরফে সচেতন করা হয়। এছাড়া বাইক নিয়ে টহল দেন পুলিশকর্মীরা। কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি নয়ন দাস বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পুলিশ এই উদ্যোগ নিয়েছে। সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। বারবিশা এলাকাতেও অভিযান চালানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতন করতে মাইকিং করা হয় ওই এলাকায়।

শর্তসাপেক্ষে মুক্ত জিয়া

ঢাকা, ২৫ মার্চ : দু'বছর বন্দি থাকার পর শেষপর্যন্ত বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিল বাংলাদেশ সরকার। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত জিয়ার ১৭ বছর জেলের নির্দেশ দিয়েছিল সেদেশের আদালত। জেলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কয়েকমাস যাবৎ তিনি ঢাকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে ভর্তি ছিলেন। বুধবার দুপুরে তাঁকে কড়া নিরাপত্তায় গুলশনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও দলনেত্রীকে দেখতে রাস্তার দু'ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। খালেদা জিয়াকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিলেও তাঁর শাস্তি মকুবের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। সেদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানিয়েছেন, বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে মানবিক কারণে খালেদা জিয়াকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আগামী ৬ মাসের জন্য তাঁর শাস্তি মকুব করা হয়েছে। জিয়া বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করাতে পারবেন। তবে এই সময়ের মধ্যে তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিরোধী নেত্রীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে বিএনপি নেতারা দাবি করলেও সরকার পক্ষ তা অস্বীকার করেছে। দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই বলেই দাবি আনিসুল হকের। খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য তাঁর বোন সেলিমা ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ওমরের আর্জি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতির মুক্তির দাবিতে সরব হলেন সদ্য ছাড়া পাওয়া এনসি নেতা ওমর আবদুল্লা। বুধবার তিনি টুইটে বলেন, 'এই সময়ে মেহবুবা ও অন্য নেতাদের আটক রাখা নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ঠুরতা ছাড়া কিছু নয়। আমার আশা প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মুক্তি দেবেন।' আটমাস গৃহবন্দি ছিলেন ওমর। মুক্তি পেয়েছেন মঙ্গলবার। ওমরের ছাড়া পাওয়ার খবরে সন্তোষ প্রকাশ করে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন মেহবুবা। তাঁর টুইটার থেকে মেয়ে ইলতিজার করা পোস্টে লেখা ছিল, নারীমুক্তি, নারীশক্তির পক্ষে সরকার সরব হলেও মনে হয়, এই সরকার মহিলাদেরই সবচেয়ে ভয় পায়। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের পরামর্শ মেনে চলার বার্তাই দিয়েছেন ওমর। পরে টুইটে রসিকতা করে লেখেন, 'কোয়ারান্টিন বা লকডাউনে কীভাবে বেঁচে থাকবেন সেবিষয়ে টিপস চাইলে আমার কয়েকমাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাতে একটা ব্লগ হয়ে যাবে।'